দৈনিক
ইনকিলাব

10 JUL 2008

পৃ - ১ কলাম - ৮

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কাউন্সিল ও সেমিনারে আলহাজ এ, এম, এম, বাহাউদ্দীন

মাদ্রাসা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না

স্টাফ রিপোর্টার

মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের কোন ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না- এ বজ্রকঠিন শপথের মাধ্যমে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহানগর কাউন্সিল এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান শীর্ষক সেমিনার গতকাল অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ্ব এ. এম. এম. বাহাউদ্দীন বলেছেন, জমিয়াতুল মোদার্রেছীন অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষকদের দাবী আদায় করবে ইনশাআল্লাহ। কাউন্সিল ও সেমিনারকে কেন্দ্র করে গতকাল সকাল থেকেই গাউসুল আজম মসজিদ এবং জমিয়াতুল মোদার্রেছীন কমপ্লেক্স পরিণত হয়েছিল রাজধানীর মাদ্রাসা শিক্ষক প্রতিনিধিদের মিলনমেলায়। সম্মেলনে দাবী আদায়ে ও চক্রান্ত প্রতিহত করতে মাদ্রাসা শিক্ষকগণের বজ্র কঠিন শপথ বা অঙ্গীকার ছিল ঢাকা মহানগর জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সীসাঢালা প্রাচীরের গাঁথুনী। ঢাকা মহানগর আহবায়ক প্রিন্সিপাল মাওলানা ইউনুসের সভাপতিত্বে গতকাল অনুষ্ঠিত কাউন্সিল ও সেমিনার

পৃঃ ২ঃ কঃ ৪

মাদ্রাসা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিচালনা করেন ড. মাওলানা এ. কে. এম মাহবুবুর রহমান। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জমিয়াতের সভাপতি আলহাজ্ব এ. এম. এম. বাহাউদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাসচিব প্রিন্সিপাল মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী, মাদ্রাসা ই-আলিয়া ঢাকার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা নুর মোহাম্মদ, গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা শামসুল হক, কসেমাবাদের পীর সাহেব মাওলানা আবু নসর ওয়াহিদ। সম্মেলনে সমস্যা সচিব মাওলানা কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহীর স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে শুরু হওয়া এ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহবুবুর রহমান জৈনপুরী, প্রিন্সিপাল মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম মুজাদ্দেদী, প্রিন্সিপাল মাওলানা মোজাদ্দেদ উদ্দিন, প্রিন্সিপাল আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দিক, প্রিন্সিপাল জাফর সাদেক, ভাইস প্রিন্সিপাল অ. ন. ম মাহবুবুর রহমান, মাওলানা সাইফুর রহমান নোমানী। কোরআন তিলাওয়াত করেন মসজিদে গাউসুল আজমের ইমাম হাফেজ মাওলানা নিজামুর রহমান।

প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন, জমিয়াতুল মোদার্রেছীন একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। এ সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন দেশের পীর মাশায়েখগণ। তিনি বলেন, এ সংগঠনের মরহুম সভাপতি মাওলানা এম. এ. মান্নান (রহ.)-এর নেতৃত্বে মাদ্রাসাসহ সব স্তরের শিক্ষকদের দাবী আদায় হয়েছে। ভবিষ্যতেও জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন স্কেলসহ মাদ্রাসা শিক্ষকদের অন্যান্য দাবী আদায় হবে ইনশাআল্লাহ।

এ. এম. এম. বাহাউদ্দীন বলেন, ফাজিল-কামিলের স্টাফিং প্যাটার্ন ঘোষণা করে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মানকে ক্ষতি করেছে। ৩০% মহিলা কোটার শর্ত জুড়ে দিয়ে এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে জাতীয়করণ না করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, জমিয়তের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ ও জোরদার করে এসব দাবী আদায় করা হবে। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।

মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী সম্মেলনে জমিয়তের অতীত কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে মরহুম মাওলানা এম. এ. মান্নানের অবদানের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মরহুম মাওলানা এম. এ. মান্নানের ইন্তেকালের পর আলহাজ্ব এ. এম. এম. বাহাউদ্দীনকে অনেক অনুরোধ করে মাদ্রাসা শিক্ষকদের বৃহৎ স্বার্থে জমিয়তের দায়িত্ব গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে মাদ্রাসা শিক্ষকদের অন্যান্য দাবী আদায় করা হবে এবং সব ষড়যন্ত্রের সমুচিত জবাব দেয়া হবে। তিনি বলেন, নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি সত্ত্বেও মহানগর জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের অটুট ঐক্য ব্যাহত হয়নি। তিনি মহানগরের সব শিক্ষককে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়পর্বে প্রিন্সিপাল মাওলানা মোঃ ইউনুসকে সভাপতি ও প্রিন্সিপাল মাওলানা কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১১ সদস্যবিশিষ্ট মহানগর কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৫ দফাবিশিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে, ফাজিল কামিল মাদ্রাসার স্টাফিং প্যাটার্ন ঘোষণা, ৩০% মহিলা কোটার শর্ত বাতিল, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে জাতীয়করণ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কামিল মাদ্রাসায় বিএ অনার্স শ্রেণী চালু করা, মাদ্রাসায় বাণিজ্য বিভাগ খোলার অনুমতি, ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি চালু, বিজ্ঞান বিভাগে কারিকুলাম সিলেবাস পরিবর্তন, হাইস্কুল ও কলেজের সাথে দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা প্রধানের স্কেলের বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি সমস্যা জরুরী ভিত্তিতে সমাধান করা।